পবিত্র মাহে রমাযান উপলক্ষ্যে
সোনামণি প্রতিযোগিতা

সোনামণি

(একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া (আম চত্বর), ডাক : সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪।

এসো হে সোনামণি!
রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শে
জীবন গড়ি।

সূরা ক্বদর (মহিমান্বিত)

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আমি অভিশপ্ত শয়তান হতে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)।

إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ①

১. আমরা একে নাযিল করেছি ক্বদরের রাত্রিতে।

وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ②

২. তুমি কি জানো ক্বদরের রাত্রি কি?

لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③

৩. ক্বদরের রাত্রি হাযার মাস অপেক্ষা উত্তম।

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ④

৪. এ রাতে অবতরণ করে ফেরেশতাগণ এবং রূহ, তাদের প্রভুর অনুমতিক্রমে বিভিন্ন নির্দেশনা সহকারে।

سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ⑤

৫. এ রাতে কেবলই শান্তি বর্ষণ। যা চলতে থাকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

আয়াতুল কুরসী

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَىُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ۝

আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোনরূপ তন্দ্রা বা নিদ্রা তাকে স্পর্শ করে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে, সবই তার। তার অনুমতি ব্যতীত এমন কে আছে যে তার নিকটে সুফারিশ করে? তাদের অগ্র-পশ্চাত সবই তিনি জানেন। তার জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা, কেবল যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তার কুরসী নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল পরিব্যপ্ত। আর এ দু'য়ের রক্ষণাবেক্ষণ তাকে মোটেই শ্রান্ত করেনা। তিনি সর্বোচ্চ ও মহীয়ান।

ছালাতের সংক্ষিপ্ত নিয়ম

(১) তাকবীরে তাহরীমা : ওযূ করার পর ছালাতের সংকল্প করে ক্বিবলামুখী দাঁড়িয়ে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ বরাবর উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা শেষে বুকে বাঁধবে। এ সময় বাম হাতের উপরে ডান হাত কনুই বরাবর রাখবে অথবা বাম কব্জির উপরে ডান কব্জি রেখে বুকের উপরে হাত বাঁধবে। অতঃপর সিজদার স্থানে দৃষ্টি রেখে বিনম্রচিত্তে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে মুছল্লী তার সর্বোত্তম ইবাদতের শুভ সূচনা করবে।-

اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِيْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা বা-'এদ বায়নী ওয়া বায়না খত্বা-ইয়া-ইয়া, কামা বা-'আদতা বায়নাল মাশরিক্বি ওয়াল মাগরিবি। আল্ল-হুম্মা নাকক্বিনী মিনাল খত্বা-ইয়া, কামা ইউনাকক্বাছ ছাওবুল আব্ইয়াযু মিনাদ দানাস। আল্ল-হুম্মাগ্সিল খত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদ'।*

অনুবাদ : হে আল্লাহ! আপনি আমার ও আমার গোনাহ সমূহের মধ্যে এমন দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, যেমন দূরত্ব সৃষ্টি করেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন করুন গোনাহ সমূহ হ'তে, যেমন পরিচ্ছন্ন করা হয় সাদা কাপড় ময়লা হ'তে। হে আল্লাহ! আপনি আমার গুনাহ সমূহকে ধুয়ে ছাফ করে দিন পানি দ্বারা, বরফ দ্বারা ও শিশির দ্বারা' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৮১২)*।

একে 'ছানা' বা দো'আয়ে ইস্তেফতাহ বলা হয়। ছানার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে। তবে এই দো'আটি সর্বাধিক বিশুদ্ধ।

(২) সূরায়ে ফাতিহা পাঠ : *দো'আয়ে ইস্তেফতা-হ* বা 'ছানা' পড়ে *আ'ঊযুবিল্লাহ* ও *বিসমিল্লাহ* সহ সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে এবং অন্যান্য রাক'আতে কেবল *বিসমিল্লাহ* বলবে। জেহরী ছালাত হ'লে সূরায়ে ফাতিহা শেষে সশব্দে 'আমীন' বলবে।

সূরায়ে ফাতিহা (মুখবন্ধ)

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ○ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝ (آمين)-

উচ্চারণ : *আ'ঊযু বিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্ব-নির রজীম। বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম। (১) আলহাম্দু লিল্লা-হি রব্বিল 'আ-লামীন (২) আর রহমা-নির রহীম (৩) মা-লিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইইয়া-কা না'বুদু ওয়া ইইয়া-কা নাস্তা'ঈন (৫) ইহ্দিনাছ ছির-ত্বল মুস্তাক্বীম (৬) ছির-ত্বল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম (৭) গয়রিল মাগযূবি 'আলাইহিম ওয়া লায্ যোয়া-ল্লীন।*

অনুবাদ : আমি অভিশপ্ত শয়তান হ'তে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করছি। পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)। (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য, যিনি জগত সমূহের প্রতিপালক (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৪) আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং একমাত্র আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৫) আপনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন! (৬) এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে আপনি পুরস্কৃত করেছেন (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে'। আমীন! (হে আল্লাহ! আপনি কবুল করুন)।

(৩) ক্বিরাআত : সূরায়ে ফাতিহা পাঠ শেষে ইমাম কিংবা একাকী মুছল্লী হ'লে প্রথম দু'রাক'আতে কুরআনের অন্য কোন সূরা বা কিছু আয়াত তেলাওয়াত করবে। কিন্তু মুক্তাদী হ'লে জেহরী ছালাতে চুপে চুপে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পড়বে ও ইমামের ক্বিরাআত মনোযোগ দিয়ে শুনবে। তবে যোহর ও আছরের ছালাতে ইমাম মুক্তাদী সকলে প্রথম দু'রাক'আতে সূরায়ে ফাতিহা সহ অন্য সূরা পড়বে এবং শেষের দু'রাক'আতে কেবল সূরায়ে ফাতিহা পাঠ করবে।

(৪) রুকূ : ক্বিরাআত শেষে 'আল্লা-হু আকবর' বলে দু'হাত কাঁধ অথবা কান পর্যন্ত উঠিয়ে 'রাফ'উল ইয়াদায়েন' করে রুকূতে যাবে। এ সময় হাঁটুর

উপরে দু'হাতে ভর দিয়ে পা, হাত, পিঠ ও মাথা সোজা রাখবে এবং রুকূর দো'আ পড়বে।

রুকূর দো'আ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ *'সুবহা-না রব্বিয়াল 'আযীম'* (মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি মহান) কমপক্ষে তিনবার পড়বে।

(৫) ক্বওমা : অতঃপর রুকূ থেকে উঠে সোজা ও সুস্থিরভাবে দাঁড়াবে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী খাড়া রেখে কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে এবং ইমাম ও মুক্তাদী সকলে বলবে *'সামি'আল্লা-হু লিমান হামিদাহ'* (আল্লাহ তার কথা শোনেন, যে তার প্রশংসা করে)। অতঃপর 'ক্বওমা'র দো'আ একবার পড়বে।

ক্বওমার দো'আ : رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ *'রব্বানা লাকাল হাম্দ'* (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যই সকল প্রশংসা)। **অথবা** পড়বে- رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ *'রব্বানা ওয়া লাকাল হাম্দু হাম্দান কাছীরান ত্বইয়েবাম মুবা-রকান ফীহি'* (হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্য অগণিত প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়)। ক্বওমার জন্য অন্য দো'আও রয়েছে।

(৬) সিজদা : ক্বওমার দো'আ পাঠ শেষে *'আল্লা-হু আকবর'* বলে প্রথমে দু'হাত ও পরে দু'হাঁটু মাটিতে রেখে সিজদায় যাবে ও বেশী বেশী দো'আ পড়বে। এ সময় দু'হাত ক্বিবলামুখী করে মাথার দু'পাশে কাঁধ বা কান বরাবর মাটিতে স্বাভাবিকভাবে রাখবে। কনুই ও বগল ফাঁকা থাকবে। হাঁটুতে বা মাটিতে ঠেস দিবে না। সিজদা লম্বা হবে ও পিঠ সোজা থাকবে। যেন নীচ দিয়ে একটি বকরীর বাচ্চা যাওয়ার মত ফাঁকা থাকে।

সিজদা থেকে উঠে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে ও ডান পায়ের পাতা খাড়া রাখবে। এ সময় স্থিরভাবে বসে দো'আ পড়বে। অতঃপর *'আল্লা-হু আকবর'* বলে দ্বিতীয় সিজদায় যাবে ও দো'আ পড়বে। রুকূ ও সিজদায় কুরআনী দো'আ পড়বে না। ২য় ও ৪র্থ রাক'আতে দাঁড়াবার প্রাক্কালে সিজদা থেকে উঠে সামান্য সময়ের জন্য স্থির হয়ে বসবে। একে 'জালসায়ে ইস্তিরা-হাত' বা 'স্বস্তির বৈঠক' বলে। অতঃপর মাটিতে দু'হাতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যাবে।

সিজদার দো'আ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى *(সুবহা-না রব্বিয়াল আ'লা)* অর্থ : 'মহাপবিত্র আমার প্রতিপালক যিনি সর্বোচ্চ'। কমপক্ষে তিনবার পড়বে। রুকূ ও সিজদার অন্য দো'আও রয়েছে।

দুই সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاجْبُرْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِيْ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মাগ্ফিরলী ওয়ারহাম্নী ওয়াজ্বুরনী ওয়াহ্দিনী ওয়া 'আ-ফেনী ওয়ার্যুক্বনী।*

অনুবাদ : 'হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপরে রহম করুন, আমার অবস্থার সংশোধন করুন, আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করুন, আমাকে সুস্থতা দান করুন ও আমাকে রূযী দান করুন' *(তিরমিযী হা/২৮৪ মিশকাত হা/৯০০)*।

(৭) বৈঠক : ২য় রাক'আত শেষে বৈঠকে বসবে। যদি **১ম** বৈঠক হয়, তবে কেবল 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ে ৩য় রাক'আতের জন্য উঠে যাবে। আর যদি শেষ বৈঠক হয়, তবে 'আত্তাহিইয়া-তু' পড়ার পরে দরূদ, দো'আয়ে মাছূরাহ ও সম্ভব হ'লে বেশী বেশী করে অন্য দো'আ পড়বে। **১ম** বৈঠকে বাম পায়ের পাতার উপরে বসবে এবং শেষ বৈঠকে ডান পায়ের তলা দিয়ে বাম পায়ের অগ্রভাগ বের করে বাম নিতম্বের উপরে বসবে ও ডান পা খাড়া রাখবে। এসময় ডান পায়ের আঙ্গুলগুলি ক্বিবলামুখী করবে। বৈঠকের সময় বাম হাতের আঙ্গুলগুলি বাম হাঁটুর প্রান্ত বরাবর ক্বিবলামুখী ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকবে এবং ডান হাত ৫৩-এর ন্যায় মুষ্টিবদ্ধ রেখে সালাম ফিরানোর আগ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি নাড়িয়ে ইশারা করতে থাকবে। মুছল্লীর নযর ইশারার বাইরে যাবে না।

বৈঠকের দো'আ সমূহ :

(ক) তাশাহ্হুদ (আত্তাহিইয়া-তু):

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

উচ্চারণ : *আত্তাহিইয়া-তু লিল্লা-হি ওয়াছ্ ছালাওয়া-তু ওয়াত্ ত্বইয়িবা-তু আসসালা-মু ‘আলায়কা আইয়ুহান নাবিইয়ু ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহু। আসসালা-মু ‘আলায়না ওয়া ‘আলা ‘ইবা-দিল্লা-হিছ ছ-লেহীন। আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্ল-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আব্দুহূ ওয়া রসূলুহু।*

অনুবাদ : যাবতীয় সম্মান, যাবতীয় উপাসনা ও যাবতীয় পবিত্র বিষয় আল্লাহ্র জন্য। হে নবী! আপনার উপরে শান্তি বর্ষিত হৌক এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সমৃদ্ধি সমূহ নাযিল হউক। শান্তি বর্ষিত হউক আমাদের উপরে ও আল্লাহ্র সৎকর্মশীল বান্দাগণের উপরে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯০৯)*।

(খ) দরূদ :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ- اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ছল্লে ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া ‘আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা ছল্লায়তা ‘আলা ইবরা-হীমা ওয়া ‘আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্ল-হুম্মা বা-রিক ‘আলা মুহাম্মাদিঁউ ওয়া ‘আলা আ-লে মুহাম্মাদিন কামা বা-রক্তা ‘আলা ইব্রা-হীমা ওয়া ‘আলা আ-লে ইব্রা-হীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আপনি রহমত বর্ষণ করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি রহমত বর্ষণ করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত। হে আল্লাহ! আপনি বরকত নাযিল করুন মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদের পরিবারের উপরে, যেমন আপনি বরকত নাযিল করেছেন ইবরাহীম ও ইবরাহীমের পরিবারের উপরে। নিশ্চয়ই আপনি প্রশংসিত ও সম্মানিত’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/৯১৯)*।

(গ) দো‘আয়ে মাছূরাহ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدَكَ وَارْحَمْنِيْ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা ইন্নী যলামতু নাফ্সী যুলমান কাছীরাঁও অলা ইয়াগ্ফিরুয যুনূবা ইল্লা আন্তা, ফাগ্ফিরলী মাগফিরাতাম মিন ‘ইনদিকা ওয়ারহাম্নী ইন্নাকা আন্তাল গফূরুর রহীম’*।

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ! আমি আমার নফসের উপরে অসংখ্য যুলুম করেছি। ঐসব গুনাহ মাফ করার কেউ নেই আপনি ব্যতীত। অতএব আপনি আমাকে আপনার পক্ষ হ’তে বিশেষভাবে ক্ষমা করুন এবং আমার উপরে অনুগ্রহ করুন। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ *(বুখারী হা/৮৩৪)*।

এর পর অন্যান্য দো‘আ সমূহ পড়তে পারে।

(৮) সালাম : দো‘আয়ে মাছূরাহ শেষে প্রথমে ডাইনে ও পরে বামে *‘আসসালামু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ’* (আল্লাহ্র পক্ষ হ’তে আপনার উপর শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক!) বলে সালাম ফিরাবে। প্রথম সালামের শেষে *‘ওয়া বারাকা-তুহু’* (এবং তাঁর বরকত সমূহ) যোগ করা যেতে পারে। এভাবে ছালাত সমাপ্ত করে প্রথমে সরবে একবার *‘আল্ল-হু আকবর’* (আল্লাহ সবার বড়) ও তিনবার *‘আস্তাগফিরুল্ল-হ’* (আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি) বলে নিম্নের দো‘আসমূহ এবং অন্যান্য দো‘আ পাঠ করবে। এ সময় ইমাম হ’লে ডাইনে অথবা বামে ঘুরে সরাসরি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবে। অতঃপর সকলে নিম্নের দো‘আ সহ অন্যান্য দো‘আ পাঠ করবে।-

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَام-

উচ্চারণ : *আল্ল-হুম্মা আন্তাস সালা-মু ওয়া মিন্কাস্ সালা-মু, তাবা-রক্তা ইয়া যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।*

অনুবাদ : ‘হে আল্লাহ আপনিই শান্তি, আপনার থেকেই আসে শান্তি। বরকতময় আপনি, হে মর্যাদা ও সম্মানের মালিক’। এটুকু পড়েই উঠে যেতে পারেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৬০)*। পরবর্তী দো‘আসমূহ ‘ছালাত পরবর্তী যিকরসমূহ’ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ইসলামী জ্ঞান

১. প্রশ্ন : আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও রিযিকদাতা কে?
উত্তর : আল্লাহ।

২. প্রশ্ন : আল্লাহ কোথায় আছেন?
উত্তর : সাত আসমানের উপরে আরশে সমুন্নত *(ত্বোয়াহা ৫)*।

৩. প্রশ্ন : আল্লাহ কি নিরাকার?
উত্তর : না, আল্লাহ নিরাকার নন। তাঁর নিজস্ব আকার আছে। কিন্তু তা কারো সাথে তুলনীয় নয় *(শূরা ১১)*।

৪. প্রশ্ন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করার হুকুম কী?
উত্তর : সে কাফের এবং মুশরিক।

৫. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছা.) কে ছিলেন?
উত্তর : আল্লাহ্র নবী ও রাসূল।

৬. প্রশ্ন : আমরা কোন নবীর উম্মত?
উত্তর : মুহাম্মাদ (ছা.)-এর উম্মত।

৭. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছা.) কীসের তৈরী?
উত্তর : মাটির তৈরী *(কাহফ ১১০)*।

৮. প্রশ্ন : ফেরেশতারা কীসের তৈরী?
উত্তর : নূরের তৈরী *(রহমান ১৫ ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭০১)*।

৯. প্রশ্ন : আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম কী?
উত্তর : ইসলাম।

১০. প্রশ্ন : ইসলাম শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : আল্লাহ্র নিকট আত্মসমর্পণ করা।

১১. প্রশ্ন : ইসলামের মূল স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?
উত্তর : ৫টি। যথা : ১. কালেমা ২. ছালাত ৩. ছিয়াম ৪. হজ্জ ৫. যাকাত।

১২. প্রশ্ন : কালেমায়ে ত্বইয়েবাহ কী?
উত্তর : 'লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ' **অর্থ :** আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।

১৩. প্রশ্ন : তাওহীদ কাকে বলে?
উত্তর : আল্লাহকে এক বলে জানা এবং একমাত্র তাঁরই উদ্দেশ্যে সকল ইবাদত করাকে 'তাওহীদ' বলে।

১৪. প্রশ্ন : 'আল-আসমাউল হুসনা' অর্থ কী?
উত্তর : আল্লাহ্র সুন্দর নামসমূহ।

১৫. প্রশ্ন : হাদীছের ভাষায় আল্লাহ্র কয়টি গুণবাচক নাম রয়েছে?
উত্তর : ৯৯টি।

১৬. প্রশ্ন : তাওহীদের বিপরীত কী?
উত্তর : তাওহীদের বিপরীত শিরক।

১৭. প্রশ্ন : সবচেয়ে বড় পাপ কোনটি?
উত্তর : শিরক *(লোকমান ১৩)*।

১৮. প্রশ্ন : মূর্তিপূজা ও কবরপূজা কী?
উত্তর : শিরক।

১৯. প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তি কোন কথা শুনতে পায় কি? অথবা কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে কি?
উত্তর : না *(নামল ৮০)*।

২০. প্রশ্ন : আল্লাহ্র নাম বাদ দিয়ে অন্য কারো নামে কসম করা যাবে কি?
উত্তর : না, এটা শিরক।

২১. প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির সম্মানে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা যাবে কি?
উত্তর : না, এটা শিরকী কাজ।

২২. প্রশ্ন : ছালাত শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : দো'আ বা প্রার্থনা করা।

২৩. প্রশ্ন : কত বছর বয়সে সন্তানকে ছালাতের আদেশ করতে হবে?
উত্তর : সাত বছর বয়সে।

২৪. প্রশ্ন : কত বছর বয়সে ছালাত আদায় না করার জন্য বেত্রাঘাত করতে হবে?
উত্তর : দশ বছর বয়সে।

২৫. প্রশ্ন : ছালাত পরিত্যাগ করা কী?
উত্তর : কুফরী।

২৬. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কীসের হিসাব নেওয়া হবে?
উত্তর : ছালাতের।

২৭. প্রশ্ন : পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে মোট কত রাক'আত ফরয?
উত্তর : ১৭ রাক'আত।

২৮. প্রশ্ন : ফজরের ফরয ছালাত কত রাক'আত?
উত্তর : ২ রাক'আত।

২৯. প্রশ্ন : মাগরিবের ফরয ছালাত কত রাক'আত?
উত্তর : ৩ রাক'আত।

৩০. প্রশ্ন : এশার ফরয ছালাত কত রাক'আত?
উত্তর : ৪ রাক'আত।

৩১. প্রশ্ন : যোহরের ফরয ছালাত কত রাক'আত?
উত্তর : ৪ রাক'আত।

৩২. প্রশ্ন : আছরের ফরয ছালাত কত রাক'আত?
উত্তর : ৪ রাক'আত।

৩৩. প্রশ্ন : কোন ছালাতে একামত দিতে হয়?
উত্তর : ফরয ছালাতে।

৩৪. প্রশ্ন : কোন ছালাতে রুকূ-সিজদা নেই?
উত্তর : জানাযার ছালাতে।

৩৫. প্রশ্ন : ছিয়াম শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : বিরত থাকা।

৩৬. প্রশ্ন : রমাযান হিজরী সালের কত তম মাস?
উত্তর : নবম মাস।

৩৭. প্রশ্ন : ছিয়াম পালনকারী কোন দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে?
উত্তর : রাইয়ান।

৩৮. প্রশ্ন : ছিয়ামের প্রতিদান কে দান করবেন?
উত্তর : আল্লাহ নিজে দান করবেন।

৩৯. প্রশ্ন : ভুলক্রমে কোন কিছু খেলে বা পান করলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?
উত্তর : না *(বুখারী হা/১৯৩৩)*।

৪০. প্রশ্ন : সপ্তাহের কোন দুই দিন রাসূলুল্লাহ (ছা.) ছিয়াম পালন পসন্দ করতেন?
উত্তর : সোমবার ও বৃহস্পতিবার।

৪১. প্রশ্ন : ইফতারের শুরুতে কী বলতে হয়?
উত্তর : বিসমিল্লাহ।

৪২. প্রশ্ন : দেরী করে ইফতার করা যাবে কি?
উত্তর : না।

৪৩. প্রশ্ন : হজ্জ-এর আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর : ইচ্ছা করা।

৪৪. প্রশ্ন : ওমরাহ-এর আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর : যিয়ারত করা বা সংকল্প করা।

৪৫. প্রশ্ন : ওমরাহ করার বিধান কী?
উত্তর : সুন্নাত।

৪৬. প্রশ্ন : সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর হজ্জ করার হুকুম কী?
উত্তর : ফরয।

৪৭. প্রশ্ন : হজ্জ পালনের জন্য কোথায় যেতে হয়?
উত্তর : মক্কায়।

৪৮. প্রশ্ন : কবুল হজ্জের প্রতিদান কী?
উত্তর : জান্নাত।

৪৯. প্রশ্ন : হজ্জের দিন কোনটি?
উত্তর : ৯ই যিলহজ্জ।

৫০. প্রশ্ন : মুমিনের জন্য জীবনে কতবার হজ্জ ফরয?
উত্তর : একবার।

৫১. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.) জীবনে কতবার হজ্জ পালন করেছেন?
উত্তর : একবার।

৫২. প্রশ্ন : 'যাকাত' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : পবিত্রতা, বৃদ্ধি লাভ করা।

৫৩. প্রশ্ন : যাকাত আদায় করার হুকুম কী?
উত্তর : ফরয।

৫৪. প্রশ্ন : যাকাত কত হিজরীতে ফরয হয়?
উত্তর : দ্বিতীয় হিজরীতে।

৫৫. প্রশ্ন : কে কাকে যাকাত দিবে?
উত্তর : ধনী গরীবকে যাকাত দিবে।

৫৬. প্রশ্ন : যাকাত দিলে কি সম্পদ কমে যায়?
উত্তর : না, বরং বৃদ্ধি পায়।

৫৭. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের নির্দিষ্ট সময়ে শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন কোন ফেরেশতা?
উত্তর : ইস্রাফীল (আ.)।

৫৮. প্রশ্ন : ইস্রাফীল (আ.) শিঙ্গায় কয়বার ফুঁক দিবেন?
উত্তর : দু'বার।

৫৯. প্রশ্ন : মুমিনের মূল লক্ষ্য কী?
উত্তর : আল্লাহ্‌র আদেশ-নিষেধ মান্য করার মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তি লাভ করা।

৬০. প্রশ্ন : কবরের আযাব কি সত্য?
উত্তর : হ্যাঁ, কবরের আযাব অবশ্যই সত্য *(বুখারী হা/১৩৭২)*।

৬১. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.) প্রত্যেক ছালাতে কী থেকে মুক্তি চাইতেন?
উত্তর : কবরের আযাব থেকে *(বুখারী হা/১৩৭২)*।

৬২. প্রশ্ন : মীযান অর্থ কী?
উত্তর : দাঁড়িপাল্লা।

৬৩. প্রশ্ন : মীযান দিয়ে কী করা হবে?
উত্তর : মানুষের ছোট-বড় পাপ ও পুণ্য ওযন করা হবে।

৬৪. প্রশ্ন : জান্নাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?
উত্তর : বাগিচা, বাগান, উদ্যান।

৬৫. প্রশ্ন : জান্নাতের বিপরীতে কোন শব্দটি ব্যবহৃত হয়?
উত্তর : জাহান্নাম।

৬৬. প্রশ্ন : জান্নাতের দরজা কয়টি?
উত্তর : ৮টি *(বুখারী হা/৩৪৩৫)*।

৬৭. প্রশ্ন : কাকে জান্নাতের সকল দরজা দিয়ে ডাকা হবে?
উত্তর : আবু বকর (রা.)-কে।

৬৮. প্রশ্ন : জান্নাতীদের খাদেম কারা হবে?
উত্তর : কিশোর বালকরা।

৬৯. প্রশ্ন : জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী কারা?
উত্তর : দরিদ্র ও মিসকীন।

৭০. প্রশ্ন : জান্নাতের সর্ববৃহৎ নদীর নাম কী?
উত্তর : আল-কাওছার।

৭১. প্রশ্ন : জান্নাতের বৃক্ষের কাণ্ড কীসের তৈরী হবে?
উত্তর : স্বর্ণের *(তিরমিযী হা/২৫২৪)*।

৭২. প্রশ্ন : জান্নাতের বাগানে নিজের জন্য সংরক্ষিত বৃক্ষ বৃদ্ধির উপায় কী?
উত্তর : 'সুবহা-নাল্ল-হ, আল-হামদুলিল্লা-হ, লা ইলা-হা ইল্লাল্ল-হ, আল্ল-হু আকবর'-তাসবীহ পাঠ করা *(তিরমিযী হা/৩৪৬২)*।

৭৩. প্রশ্ন : জান্নাত এবং জাহান্নাম কি সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে?
উত্তর : হ্যাঁ, জান্নাত এবং জাহান্নাম সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে *(বুখারী হা/৬৭৮৩)*।

৭৪. প্রশ্ন : ক্বিয়ামতের দিন জান্নাতে সর্বপ্রথম প্রবেশ করবেন কে?
উত্তর : শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছা.) *(মুসলিম হা/১৯৭)*।

৭৫. প্রশ্ন : রাসূল (ছা.) জান্নাত ও জাহান্নাম কখন দেখেছিলেন?
উত্তর : মি'রাজে গিয়ে।

৭৬. প্রশ্ন : জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ পৃথিবীর আগুনের কতগুণ?
উত্তর : ৭০ গুণ।

৭৭. প্রশ্ন : জাহান্নামের জ্বালানী কী হবে?
উত্তর : পাপী মানুষ ও পাথর।

৭৮. প্রশ্ন : জাহান্নামীদের খাদ্য কী হবে?
উত্তর : কাঁটাযুক্ত যাক্কূম গাছ।

৭৯. প্রশ্ন : জাহান্নামীদের কেমন পানি পান করানো হবে?
উত্তর : জাহান্নামের পুঁজ মিশানো পানি *(ইবরাহীম ১৪/১৬)*।

৮০. প্রশ্ন : জাহান্নামীদের পোশাক কীসের তৈরী হবে?
উত্তর : আগুনের।

৮১. প্রশ্ন : জাহান্নামের কয়টি দরজা রয়েছে?
উত্তর : ৭টি।

৮২. প্রশ্ন : প্রতি ১ হাযারে কতজন জাহান্নামে যাবে?
উত্তর : ৯৯৯ জন।

৮৩. প্রশ্ন : কার গাল লোহার সাঁড়াশি দ্বারা চিরে শাস্তি দেয়া হবে?
উত্তর : মিথ্যাবাদীর।

৮৪. প্রশ্ন : টাখনুর নিচে কাপড় পরিধান করার পরিণাম কী?
উত্তর : টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরার পরিণাম জাহান্নাম।

৮৫. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছা.) কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : ৫৭১ খ্রিষ্টাব্দে।

৮৬. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছা.) কত খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন?
উত্তর : ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে।

৮৭. প্রশ্ন : মুহাম্মাদ (ছা.)-এর জন্ম-মৃত্যু কোথায়?
উত্তর : মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৮৮. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.) কত বছর জীবিত ছিলেন?
উত্তর : ৬৩ বছর।

৮৯. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর দুধমাতা কে ছিলেন?
উত্তর : হালীমা সা'দিয়াহ।

৯০. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর পিতা-মাতার নাম কী ছিল?
উত্তর : পিতার নাম আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমেনা।

৯১. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর দাদা-দাদীর নাম কী ছিল?
উত্তর : দাদার নাম আব্দুল মুত্ত্বালিব ও দাদীর নাম ফাতেমা।

৯২. প্রশ্ন : রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর নানা-নানীর নাম কী ছিল?
উত্তর : নানার নাম ওয়াহ্হাব ও নানীর নাম ছিল বার্রাহ।

৯৩. প্রশ্ন : ইসলামের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম কে?
উত্তর : খাদীজা (রা.), রাসূল (ছা.)-এর প্রথম স্ত্রী।

৯৪. প্রশ্ন : ইসলামের প্রথম শহীদ কে?
উত্তর : মহিলা ছাহাবী সুমাইয়া (রযিয়াল্ল-হু আনহা)।

৯৫. প্রশ্ন : রাসূল (ছা.) কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন?
উত্তর : ৬২২ খ্রিষ্টাব্দে।

৯৬. প্রশ্ন : কত খ্রিষ্টাব্দে মক্কা বিজয় হয়?
উত্তর : ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দে।

৯৭. প্রশ্ন : কুরআন শব্দের অর্থ কী?
উত্তর : পঠিত অর্থাৎ যা বারবার পড়া হয়।

৯৮. প্রশ্ন : পবিত্র কুরআনে কয়টি আয়াত আছে?
উত্তর : ৬২৩৬টি।

৯৯. প্রশ্ন : কোন রাত্রিতে কুরআন নাযিল হয়?
উত্তর : ক্বদরের রাত্রিতে *(ক্বদর ৯৭/১-৩)*।

১০০. প্রশ্ন : কোন পর্বতের গুহায় শেষনবী (ছা.)-এর নিকট সর্বপ্রথম অহি (কুরআন) অবতীর্ণ হয়?
উত্তর : 'জাবালে নূর' পর্বতের 'হেরা' গুহায়।

আদব

শিক্ষার্থীর আদব

১. শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য জ্ঞান অর্জনের নিয়ত করা।
২. শ্রেণী কক্ষে প্রবেশের সময় সালাম দেওয়া।
৩. শিক্ষকের সামনে বিনয়ী ও নম্র থাকা এবং তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা।
৪. শিক্ষকের অনুমতি ছাড়া শ্রেণী কক্ষ বা মাদ্রাসার বাইরে না যাওয়া।
৫. ক্লাসে শান্ত থাকা এবং অপ্রয়োজনীয় কথা না বলা।
৬. নিজের বই-খাতা পরিষ্কার রাখা ও যত্ন নেওয়া। দ্বীনি বই-পুস্তক, বিশেষ করে কুরআনকে সর্বোচ্চ সম্মান করা।
৭. মাদ্রাসার পরিবেশ ও আসবাবপত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
৮. সহপাঠীদের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং পড়াশোনায় সাহায্য করা।
৯. জ্ঞান নিয়ে কখনো অহংকার না করা বা বন্ধুদের সাথে তর্কে লিপ্ত না হওয়া।
১০. পড়ার সময় পড়া এবং খেলার সময় খেলাধুলা করা।
১১. নিজের জন্য, শিক্ষকমণ্ডলী এবং মাদ্রাসার জন্য সর্বদা কল্যাণের দো'আ করা।
১২. মনোযোগী হয়ে পড়াশোনা করা এবং সময় অপচয় না করা।
১৩. প্রয়োজনীয় দো'আ ও যিকিরসমূহ নিয়মিত পাঠ করা।

রমাযানের আদব

১. শা'বান মাসের শেষে পবিত্র রমাযানের চাঁদ দেখা ও দো'আ পাঠ করা।
২. মনে মনে ছিয়ামের নিয়ত করা।
৩. যথাযথভাবে রামাযানের ছিয়াম পালন করা।
৪. ছিয়ামের মাধ্যমে তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা।
৫. বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত করা।
৬. রাতে তারাবীর ছালাত আদায় করা।
৭. শেষ রাতে বরকতময় সাহারী খওয়া।
৮. সূর্যাস্তের সাথে সাথে *'বিসমিল্লাহ'* বলে ইফতার করা এবং শেষে *'আল-হামদুলিল্লা-হ'* বা *'যাহাবায যমাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইন্‌শা-আল্লহ'* বলা।
৯. কেউ ঝগড়া করতে আসলে আমি ছিয়াম আছি বলে চুপ থাকা।
১০. সাধ্যমত অসহায়দের দান-ছাদাক্বা করা এবং বিপদে সহযোগিতা করা।
১১. ক্বদরের রাতে ও শেষ দশকে বেশি বেশি ইবাদত করা।
১২. সম্ভব হলে ই'তেকাফ ও ওমরাহ পালন করা।
১৩. সকল অবস্থায় ধৈর্যধারণ করা।
১৪. তওবা ও ক্ষমার অভ্যাস গড়ে তোলা।
১৫. মিথ্যা, অপ্রয়োজনীয় ও বাজে কথা পরিহার করা।
১৬. গান-বাজনা ও অশ্লীলতা এড়িয়ে চলা।
১৭. সৎকাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা।
১৮. কম খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোলা।
১৯. ঈদের ছালাতের পূর্বেই ছাদাক্বাতুল ফিতর আদায় করা।
২০. ঈদের ছালাতে অংশগ্রহণ করা এবং সংযতভাবে ঈদ উদযাপন করা।

সংগঠন

১. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** কী?
উত্তর : একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন।

২. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের নামকরণ পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত আয়াতের আলোকে?
উত্তর : সূরা হজ্জ-এর ২৩ ও ২৪ আয়াতের আলোকে।

৩. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতার নাম কী?
উত্তর : প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।

৪. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের প্রতিষ্ঠাকাল কত?
উত্তর : ১৯৯৪ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

৫. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?
উত্তর : শিশু-কিশোরদের মধ্যে ইসলামী চেতনা সৃষ্টি এবং তদনুযায়ী জীবন ও সমাজ গড়ে তোলার মাধ্যমে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

৬. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের মূলমন্ত্র কী?
উত্তর : 'রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শে নিজেকে গড়া'।

৭. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের মূলমন্ত্র কোন সূরার কত আয়াতের আলোকে নির্ধারণ করা হয়েছে?
উত্তর : সূরা আহযাব ২১ নং আয়াতের আলোকে।

৮. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের মূল শ্লোগানটি কী?
উত্তর : এসো হে সোনামণি! রাসূলুল্লাহ (ছা.)-এর আদর্শে জীবন গড়ি।

৯. **প্রশ্ন : 'সোনামণি'** সংগঠনের নীতিবাক্য ও গুণাবলী কয়টি?
উত্তর : নীতিবাক্য ৫টি ও গুণাবলী ১০টি।

১০. **প্রশ্ন :** সোনামণি সংগঠনের মুখপত্র কী?
উত্তর : সোনামণি প্রতিভা।

নীতিবাক্য ৫টি

১. সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।
২. রাসূলুল্লাহ (ছা.)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।
৩. নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।
৪. ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।
৫. আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

গুণাবলী ১০টি

১. জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।
২. দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত, নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন ও দ্বীনিয়াত শিক্ষা করা।
৩. পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।
৪. ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করা এবং আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।
৫. সদা সত্য কথা বলা, সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।
৬. যে কোন শুভ কাজে 'বিসমিল্লা-হ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলে শেষ করা।
৭. মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।
৮. সেবা, ভালোবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা।
৯. বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি, মোবাইল গেমস, টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।
১০. পরস্পরকে হক ও ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া এবং সৎকাজে উদ্বুদ্ধ করা।